প্রাথমিক ও এবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষা আজ শুরু

২৯ লাখ পরীক্ষার্থী

সংবাদ : নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

| ঢাকা , রোববার, ১৭ নভেম্বর ২০১৯

আজ পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক ও মাদ্রাসার ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। এই দুই পরীক্ষার সমাপনীতে এবার বসছে মোট ২৯ লাখ তিন হাজার ৬৩৮ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় এবার অংশ নিচ্ছে ২৫ লাখ ৫৩ হাজার ২৬৭ জন। আর ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনীতে বসছে তিন লাখ ৫০ হাজার ৩৭১ জন।

ইবতেদায়িতে এবার গতবারের তুলনায় ৩০ হাজার ৯৮৩ জন পরীক্ষার্থী বেড়েছে। তবে প্রাথমিকে গতবারের তুলনায় দুই লাখ ২৩ হাজার ৬১৫ জন পরীক্ষার্থী কমেছে। এই পরীক্ষা ২৪ নভেম্বর শেষ হবে।

প্রাথমিক সমাপনীর মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্র ১১ লাখ ৮১ হাজার ৩০০ জন ও ছাত্রী ১৩ লাখ ৭১

হাজার ৯৬৭ জন। অন্যদিকে ইবতেদায়ি পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্র এক লাখ ৮৭ হাজার ৮২ জন এবং ছাত্রী এক লাখ ৬৩ হাজার ২৮৯ জন। এবার প্রাথমিকে তিন হাজার ৩৪৭ জন এবং ইবতেদায়িতে ২৩৬ জন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় বসছে।

সূচি অনুযায়ী, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে আজ ১৭ নভেম্বর ইংরেজি, পরদিন ১৮ নভেম্বর বাংলা, ১৯ নভেম্বর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, ২০ নভেম্বর প্রাথমিক বিজ্ঞান, ২১ নভেম্বর ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা এবং ২৪ নভেম্বর গণিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

আর ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনীতে আজ ১৭ নভেম্বর ইংরেজি, পরদিন ১৮ নভেম্বর বাংলা, ১৯ নভেম্বর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় এবং বিজ্ঞান, ২০ নভেম্বর আরবি, ২১ নভেম্বর কুরআন মাজিদ ও তাজবিদ এবং ২৪ নভেম্বর গণিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষা প্রতিদিন সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে শুরু হয়ে দুপুর ১টায় শেষ হবে। তবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন পরীক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত ৩০ মিনিট সময় বরাদ্দ থাকবে। মোট ছয়টি বিষয়ের প্রতিটিতে ১০০ করে মোট ৬০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে।

মোট সাত হাজার ৪৭০টি কেন্দ্রে সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর মধ্যে দেশের অভ্যন্তরে সাত হাজার ৪৫৮টি এবং আটটি দেশে ১২টি কেন্দ্র রয়েছে। দেশের বাইরে সৌদি আরবে চারটি, সংযুক্ত আরব আমিরাতে দুইটি এবং বাহরাইন, ওমান, কুয়েত, লিবিয়া, গ্রীস ও কাতারে একটি

করে কেন্দ্র রয়েছে। বিদেশের কেন্দ্রগুলোতে মোট পরীক্ষার্থী সংখ্যা ৬১৫ জন; যার মধ্যে ২৮৯ জন ও ছাত্রী ৩২৬ জন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব আকরাম-আল-হোসেন ইতোমধ্যে জানিয়েছেন, '২০১৫ সাল থেকেই পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমা শুরু হয়েছে। প্রাথমিকে ২০১৫ সালে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষার্থী ছিল ২৯ লাখ ৫০ হাজার, তার পর থেকে কমা শুরু হয়েছে। এরপর ২০১৬ সালে ২৯ লাখ ৩৪ হাজার ৮৭ জন, ২০১৭ সালে ২৮ লাখ ছয় হাজার ৯৬ জন এবং ২০১৮ সালে ২৭ লাখ ৭৭ হাজার- প্রত্যেক বছরে কমছে। তার মানে এই নয় যে ড্রপ আউট হচ্ছে, ড্রপআউট মাত্র ১৮ দশমিক ৬ শতাংশ, ড্রপ আউট আরও কমানো হয়েছে।'

গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন জানিয়েছেন, সমাপনী পরীক্ষা সুষ্ঠু ও স্বচ্ছতার সঙ্গে সম্পন্ন করার জন্য ইতোমধ্যে যাবতীয় কাজ শেষ করা হয়েছে। বিশেষ ব্যবস্থা ও নিরাপত্তার সঙ্গে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণ কাজ শেষ হয়েছে। প্রশ্নপত্র বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। তা সংশ্লিষ্ট থানা/ট্রেজারি হেফাজতে রাখা হয়েছে। পরীক্ষার দিন সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বজায় রেখে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নপত্র উপজেলা থেকে কেন্দ্র সচিবের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। এছাড়া দুর্গম এলাকার ১৮৪টি কেন্দ্রে বিশেষ ব্যবস্থায় প্রশ্নপত্র পাঠানো হয়েছে।